ভেড়ামারায় অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার দশমাইল এলাকায় অবৈধভাবে পরিচালিত ‘আরএনবি ব্রিকস’ নামের একটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

অভিযানে ইটভাটার কিলন (ভাটা) স্কেভেটর দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ইটভাটার উদ্যোক্তাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (১৭ আগস্ট) পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পরিবেশগত ছাড়পত্রসহ প্রয়োজনীয় আইনগত অনুমোদন ছাড়াই ভেড়ামারার দশমাইল এলাকায় ‘আরএনবি ব্রিকস’ স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর সেখানে অভিযান পরিচালনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর।

অভিযানের সময় স্কেভেটর দিয়ে ইটভাটার কিলন ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনার দায়ে উদ্যোক্তাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিজ উদ্যোগে ইটভাটার চিমনি ভেঙে ফেলার শর্তে তার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

মোবাইল কোর্টে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাহমিদ মোস্তফা হাসান।

অভিযানে প্রধান প্রসিকিউটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. এমদাদুল হক। প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র কেমিস্ট মো. হাবিবুল বাসার। এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা- কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান চলাকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কুষ্টিয়া পুলিশ ও জেলা আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, পরিবেশের ক্ষতি করে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়া পরিচালিত অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে ২৬ লাখ টাকার চেক বিতরণ

ঝিনাইদহের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে ২৬ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ওসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঝে এই চেক বিতরণ করা হয়।

সেসময় জেলা পরিষদ প্রশাসক এ্যাড. এম এ মজিদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা, নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, সদর উপজেলা সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলার ৬ উপজেলার ১৬ টি মসজিদ ও মন্দির একজন অসুস্থ ব্যাক্তিকে সর্বমোট ২৬ লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়।

আয়োজকরা জানান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে নিয়মিত এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটায় ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে তিন লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালসাদহ এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর, ব্যাটালিয়ান আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে এসবিআর ব্রিকস (মো. রফিকুল হালসনা) এবং এমইউএস ব্রিকস (মো. ইলিয়াস বিশ্বাস) এ ফিক্সড চিমনি স্থাপন ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৬/১৬ ধারায় প্রত্যেককে এক লাখ করে মোট দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এদিকে গাংনীতে পরিচালিত পৃথক অভিযানে হানিফ ব্রিকসকে ফিক্সড চিমনি স্থাপন ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের দায়ে একই আইনের ৬/১৬ ধারায় এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনস্বার্থ রক্ষায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ১২২ মোবাইল ও ১০ লাখ টাকা ফিরিয়ে দিল পুলিশ

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব মোবাইল ও টাকা মালিকদের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

এসময় “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুন ও জুলাই মাসে জেলার তিন থানায় অভিযান চালিয়ে এসব মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে সদর থানা থেকে ৪১টি, গাংনী থানা থেকে ৬৪টি এবং মুজিবনগর থানা থেকে ১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা এবং ভুলক্রমে অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে ১২২টি মোবাইল ফোন এবং ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা মালিকদের হাতে হস্তান্তর করে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে। প্রতারণা বা চুরির ঘটনা ঘটলে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করলে উদ্ধার কাজ সহজ হয়। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখাই এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

দর্শনায় বেশি দামে সার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ধরা পড়লো অনিয়ম। মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক ও অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নকল

সন্দেহে জব্দ করা হয়েছে ৮ বস্তা সার, যা পরীক্ষার জন্য কৃষি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা চালানো হয়। এসময় স্থানীয় মুদি দোকান ও সার-বীজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করা হয়।

অভিযানে মেসার্স কামরুল ট্রেডার্স-এ মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক এবং নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ মেলে। টিএসপি সারের নির্ধারিত দাম ১৩৫০ টাকা হলেও প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫০ থেকে ২৩০০ টাকায় বিক্রি করছিল। এ অপরাধে মালিক মো. কামরুল হাসান-কে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ও ৫১ ধারা অনুযায়ী এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানের গুদাম থেকে নকল সন্দেহে ৮ বস্তা বাংলা টিএসপি সার জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সার পরীক্ষার জন্য সদর উপজেলা কৃষি অফিসে পাঠানো হয়েছে। টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অভিযান চলাকালে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রতি মূল্যতালিকা হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন কীটনাশক, সার-বীজ ও ঔষধ বিক্রি না করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে আরও ৪টি ইটভাটা বন্ধ, সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ১০৮ টি অবৈধ ইটভাটা গড়ে উঠেছে।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

পরিবেশের ছাড়পত্র না থাকা, ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটার মালিককে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে জেলা প্রশাসন পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের যৌথ অভিযানে সদর উপজেলায় ৩টি ইট ভাটায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশসানের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের নেতৃত্বে যাদবপুর বুড়িপোতা সড়কের তিনটি ইটভাটাতে এই অভিযান চালানো হয়।

ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ ব্যবহার ও পোড়ানোসহ ইনভাটার লাইসেন্স না থাকায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (সংশোধনী-২০১৯) লংঘন করায় গোলাম রহমান ইটভাটা, ছেলে শোয়েব রহমান, আজিমুদ্দিনের ছেলে সাইদুল ইসলাম, নজরুল ইসলামের ছেলে লিজনের নিকট থেকে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোজাফফর খান প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ।